3 JUL 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮

ভোরের কাগজ

নকল রোধ করার পাশাপাশি নকলের কারণ অনুসন্ধান করুন

বেশ কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে, জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ রাখা হচ্ছে সর্বাধিক। বর্তমান সরকারও এ বছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতসহ মোট ৬ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার বরাদ্দ রেখে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েছে। এই বরাদ্দের বিষয়ে জনগণ খুশি হয়েছে, জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ সরকার প্রধান ও অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে 'নকল বন্ধ' অভিযানের জন্য প্রশংসাও করেছেন। তারা নিশ্চয়ই এ সব প্রশংসা ও স্তুতি বাক্য শুনে উৎফুল্ল হয়েছেন।

কিন্তু গত বুধবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশিত হলো তাতে তাদের মূল সফলতা যে কতোটুকু তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন। গত বুধবার প্রকাশিত ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার মাত্র ২৪.৭৭%। তাও ইংরেজিতে গ্রেস দেওয়ার পর। এই গ্রেস না দিলে পাসের হার ২০% হতো বলে ধারণা। বেশ কয়েক বছরের মধ্যে এই অকৃতকার্যতার হার সর্বাপেক্ষা বেশি। বাজেটে অর্থ বরাদ্দের মূল লক্ষ্য হলো এ দেশের নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলা। আর যেকোনো সফলতা-বিফলতার মাপকাঠি হলো ফলাফল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার প্রথম ধাপের পরীক্ষার ফলে আমরা প্রায় ৮০%ই ব্যর্থ হলাম।

কেবল বড়ো বড়ো দালানকোঠাসহ অবকাঠামো নির্মাণ, বৃত্তি প্রদান, উপকরণ সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করলেই শিক্ষার উন্নয়ন যে হয় না তা এই ফলই জানিয়ে দিলো। অবকাঠামো নির্মাণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের নামে দলীয় আনুগত্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সুবিধা প্রদান দলীয় যোগ্যতার শিক্ষক নিয়োগের মাপমাঠি নির্ধারণ, শিক্ষা সমাপ্তির পর দলীয় আনুগত্যকে যেকোনো নিয়োগের মাপকাঠি বলে বিবেচনা করা হলে তথা দলীয় আনুগত্যকে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি করা হলে ফলাফল তো শতকরা ২৪.৭৭ % হবে। আর এই ৭৫% বিফলতাকে সফলতা বলে যে চালানো যাবে না তা আশাকরি কারো বুঝাতে অসুবিধা হবে না। যারা এ কয়দিন সংসদে আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, যারা ইতিহাসের পাতাতেও আপনাদের স্থান দিয়েছিলেন তারা এ ধরনের ফলাফলে নিশ্চয়ই লজ্জা পেয়ে যাবেন। তারাও একটু চোখ বুজলেই দেখতে পারবেন শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত সফলতা কোন পর্যায়ে ঠেকেছে। যদি বোধোদয় হয় তবে এখনই কারণ অনুসন্ধান করুন।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয়করণের হাত থেকে, তোষামোদকারীদের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা নিন। শিক্ষক নিয়োগ দলীয় দৃষ্টিতে না দেখে প্রকৃত উপযুক্ততা যাচাই করে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। ডোনেশন, দলীয় আনুগত্য তোষামোদ, ভীতি প্রদর্শন, অস্ত্রবাজি এগুলো যাতে শিক্ষক নিয়োগসহ শিক্ষা পরবর্তী যেকোনো নিয়োগের তথা ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নয়নের মাপকাঠি না হয় তা দেখুন। দল ও অর্থ যদি সব দেয় তবে লেখাপড়া করা বা শিখানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না। নকল সমাজের ক্ষত এটা ঠিক। এটি রোধের জন্য আপনাদের প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। কিন্তু রোধের চেয়ে নকলপ্রবণতার কারণ কি তা খোঁজার ব্যবস্থা নিন। প্রকৃত ইচ্ছা থাকলে নকলপ্রবণতার কারণও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। আর খুঁজে পেলে সত্যিকার নিরপেক্ষভাবে এগিয়ে গেলে তা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

আজ চূড়ান্ত ফলে যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ বিফলতা এসেছে তা সফলতায় রূপান্তরিত হবে অচিরেই।

এম আর কুমার
জিগাতলা, ঢাকা।